তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০৪

**মাহবুবে আলমের কাজ আইন অঙ্গনের অনবদ্য ম্যাগনাকার্টা হতে পারে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের কাছ থেকে শেখার জন্য গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত মামলা, যুদ্ধাপরাধের মামলা, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে মামলাসহ উল্লেখযোগ্য অনেক মামলায় মাহবুবে আলমের উপস্থাপিত যুক্তি, মতামত ও ব্যাখ্যা আমাদের বিচার বিভাগ গ্রহণ করেছে। তার এ সকল কাজ সহকর্মীরা যার যার জায়গা থেকে তুলে ধরলে তা আইন অঙ্গনের জন্য অনবদ্য ম্যাগনাকার্টা হতে পারে। আইনের জন্য একটা উপ্যাখ্যান হতে পারে। শিক্ষার একটি বাহন হতে পারে, পাথেয় হতে পারে।’

আজ রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের স্মরণে ল’ রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত শোক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের একটা ভয়াবহ অবক্ষয় ঘটছে। সে অবক্ষয়ের চিত্র সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ অবক্ষয়ের মধ্যে মাহবুবে আলমকে স্মরণ করা যেতে পারে। নৈতিকতা ও আদর্শের জায়গায় মাহবুবে আলমকে অনুকরণ ও অনুসরণ করার জায়গা রয়েছে। মাহবুবে আলমের সততার জায়গায় কোন ভন্ডামি বা হিপোক্রেসি ছিল না। আইনজীবীরা যেনো তাকে ধারণ করার চেষ্টা করে, লালন করার চেষ্টা করে।’

শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, ‘বিচার বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে মাহবুবে আলম পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন। বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে অভিভাবকের জায়গায় দাড়িয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি বার কাউন্সিলকে একটা ক্লিন জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন।’

ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি মাশহুদুল হকের সভাপতিত্বে শোক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস-সহ ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ শোক সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের অন্যান্য বিচারপতিবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ ও নবীন-প্রবীণ আইনজীবীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/সাহেলা/খালিদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০৩

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের অনেক বিরল গুণ ছিল

-- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মরহুম মাহবুবে আলমের অনেক বিরল গুণ ছিল। কেউ তাঁর সঙ্গে রাগ করলেও তিনি রাগ করতেন না। তিনি ছিলেন সৎ ও অধ্যবসায়ী। কাজের প্রতি ছিল তাঁর শতভাগ কমিটমেন্ট। তাঁর এই আদর্শগুলো অনুসরণ করতে পারলে আইনজীবীদের অনেক লাভ হবে।

আজ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মরহুম মাহবুবে আলম স্মরণে ল' রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত এক শোক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন শোক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, মাহবুবে আলমের প্রতি আইন অঙ্গনের কিছু বিশেষ ঋণ আছে। বিচার বিভাগের বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি কখনো আপোষ করেননি। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শগুলো অনুসরণ করা গেলে এই ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে।

ফোরামের সভাপতি মাশহুদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী, বিচারপতি (অব.) এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম, বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এএম আমিন উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা, মরহুমের ছেলে সুমন মাহবুব প্রমুখ মরহুম মাহবুবে আলমের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন।

#

রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০২

**রাষ্ট্রপতির সাথে উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ বঙ্গভবনে উজবেকিস্তানে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, উজবেকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। দু’দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত তাঁর দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামিম উজ জামান, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০১

**রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট আজ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১৯ পেশ করেন। এ সময় কমিশনের সদস্য বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি সহিদুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং সঠিক সময়ে বিচার সম্পন্ন করতে নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করবে এবং স্বল্পতম সময়ে নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সাক্ষাৎকালে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। করোনার কারণে প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম বিঘ্নিত হলেও ভবিষ্যতে স্বল্পতম সময়ে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানান।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামিম উজ জামান, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০০

**নারী নির্যাতনকে রাজনীতিকরণের অপচেষ্টায় বিএনপি, অপরাধীর শাস্তি হবে দৃষ্টান্তমূলক**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপি নারী নির্যাতনের ঘটনাকে রাজনীতিকরণের অপচেষ্টা করছে আর সরকার অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার নেতৃবৃন্দের সাথে সভা শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এ সময় সম্প্রতি নোয়াখালীতে নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে বিএনপির বিভিন্ন মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী একথা বলেন। ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের সভাপতি রেজওয়ানুল হক রাজা, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, রাশেদ আহমেদ, মানস ঘোষ, মামুনুর রহমান খান, দীপ আজাদ ও হারুন তালুকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে রাজনীতির অপচেষ্টা ঠিক নয়। ধর্ষকরা কোনো দলের নয়। নোয়াখালীতে যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল তারা কোনো দলের না, সবাই দুষ্কৃতিকারী। দুষ্কৃতিকারীরা কোনো দলীয় পরিচয় ব্যবহার করার অপচেষ্টা চালালেও সরকার তাদেরকে দুষ্কৃতিকারী হিসেবেই দেখছে। প্রত্যেকটি ঘটনার বিচার হচ্ছে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

‘বিএনপি আট বছরের শিশু, অন্তঃসত্তা মহিলা এমনকি নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে পুরো গ্রাম অবরুদ্ধ করে মহিলা ও শিশুদের ধর্ষণ করেছে। ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি দলীয় এই অপকর্মগুলোর বিরুদ্ধে সরকার বা দলের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, এটিই বাস্তবতা। সেই দলের মহাসচিব হিসেবে তিনি যখন এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তার আগে তার চেহারাটা আয়নায় দেখা প্রয়োজন।’

এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মন্তব্য-‘দেশের অর্থনীতিও ভেঙ্গে পড়ছে’ এর জবাবে মন্ত্রী তাকে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তাই তাকে এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ অর্থনীতির চলতি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, করোনার শুরুতে অনেকে আশঙ্কা করেছিল, আমাদের অর্থনীতি খাদের কিনারে চলে যাবে, একটা বিরাট বিপর্যয় হবে। কিন্তু মহান স্রষ্টার কৃপায় ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে সেটি হয়নি। বিশেষজ্ঞদের সমস্ত শঙ্কা, আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে এ বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের রপ্তানি আয় হয়েছে ৯.৯ বিলিয়ন ডলার যা গত বছরের এ সময়ের তুলনায় ২.৫৮% বেশি, অনেক বিশেষজ্ঞদের কথায় ছাই দিয়ে এ বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে রেমিটেন্স এসেছে ৬.৭১ বিলিয়ন ডলার যা গতবছরের তুলনায় ৪৮.৫% বেশি। অনেকে বলেছিলেন বিদেশ থেকে লাখ লাখ কর্মী ফেরত আসবে, অথচ এখন বৈধ কাগজপত্র-সহ বিদেশে যাওয়ার জন্য বরং বিক্ষোভ হচ্ছে, ফেরত যাওয়ার প্লেনের টিকিটের হাহাকার পড়ে গেছে। এছাড়া এই করোনাকালেও জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে রাজস্ব আয় গত বছরের তুলনায় ০.১৬% বেড়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ (বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতি) ছিল ৩৯.৩১ বিলিয়ন ডলার যা গতবছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের রিজার্ভ ৩১.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন বেশি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বাংলাদেশে এ বছর ২০২০ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৫.২% এর বেশি, যা চীনে ১.৮% ও এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে ঋণাত্মক। করোনাকালেও আমাদের এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব, সময়োচিত পদক্ষেপ ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা দেয়ার কারণেই।

করোনা মহামারির বৈশ্বিক দুর্যোগের সময় সাংবাদিকদের সাহসিকতার সাথে কাজের প্রশংসা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কাজ করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, অনেকে দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণও করেছেন, তাদের আত্মার শান্তিকামনা করি। দেশে সাধারণ ছুটির সময়ও সাংবাদিকদের ছুটি ছিল না, আমারও ছিল না যেহেতু আমি আপনাদের সাথে কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিষয়টি বিবেচনা করে বিশেষ প্রণোদনারও ব্যবস্থা করেছেন। মহামারির সময় সীমিত সামর্থ্য থাকলেও দুঃখ ভাগাভাগির মনোবৃত্তি থাকলে গণমাধ্যমে চাকরিচ্যুতি হবে না।’

প্রণীতব্য গণমাধ্যমকর্মী আইন সম্পর্কে সর্বশেষ খবর জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘আইন মন্ত্রণালয় এটি ভেটিং করে ফেলেছে। সুতরাং এই আইন প্রণয়ন দ্রুত হবে বলে আশা করা যায়।’ টেলিভিশন চ্যানেলগুলো পে-চ্যানেল হবে কি না এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে যে কেউ পে-চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, সেটাতে কোনো বাধা নেই। কেউ পে-চ্যানেল হবে কি না, সেটি সেই টেলিভিশনকেই নির্ধারণ করতে হবে, সরকার নির্ধারণ করে দেবে না। ভোক্তারা কোনো টিভিকে পে-চ্যানেল হিসেবে গ্রহণ করবে কি করবে না সেটি ভোক্তাদের বিষয় এবং টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের বিষয়। এখানে যে প্রসঙ্গটি যুক্ত সেটি হচ্ছে, কোন টেলিভিশন কতটা দেখা হচ্ছে, কেবল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটালাইজড না হলে এটি নির্ধারণ করা কঠিন। আমরা ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

করোনা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, করোনার শুরুতে যেভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়েছে, এখনো তা মেনে চলা প্রয়োজন এবং যখনই পৃথিবীতে করোনার ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে তখনই সরকার সেটি এনে জনগণকে দেয়ার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৯

সরকার আত্মনির্ভরশীল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দ্বারপ্রান্তে

-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, পলিসি সাপোর্ট, সক্ষমতা তৈরি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন একটি আত্মনির্ভরশীল ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দ্বারপ্রান্তে। এ তিনটি খাতে অগ্রগতির কারণেই কোভিড-১৯ মহামারিকালে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে অনলাইনে।

প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওয়ে বিসিসি মিলনায়তনে এলআইসিটি প্রকল্প এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ্ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আইটি-আইটিইএস খাতের ব্যবস্থাপনা পেশাজীবীদের জন্য ‘অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেশন ফর ম্যানেজমেন্ট প্রোফেশনাল (এসিএমপি) ৪.০ গ্রীষ্মকালীন ২০২০’শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, পলিসি সাপোর্টের কারণেই আজ দেশে আইসিটি শিল্পের প্রসার ঘটছে। দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে ল্যাপটপ. মোবাইল ফোন। সক্ষমতা তৈরি করা হচ্ছে দেশেই। যার প্রমাণ আজকের এই এসিএমপি ৪.০ কোর্সে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ। বিদেশ গিয়ে এই প্রশিক্ষণ নিতে ১০ গুণ বেশি খরচ হতো কিন্তু সে প্রশিক্ষণ আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় দেশেই করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে আইসিটি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্প ও আইবিএ যৌথভাবে এসিএমপি ৪.০ কোর্স চলমান রেখে ২০৭ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গার্মেন্টস-সহ বিভিন্ন খাতে বিদেশ থেকে ম্যানেজার পর্যায়ের লোক এনে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হয়। অথচ এসব কাজে দেশেই প্রশিক্ষণ দিয়ে এই পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব।

আইবিএ’র পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফরহাত আনোয়ারের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব প্রমুখ।

এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে তিন মাস ব্যাপী এসিএমপি ৪.০ কোর্স চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ৮৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ২০৭ জনকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

#

শহিদুল/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৮

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে নব-নিয়োগ প্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ সচিবের শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নবনিযুক্ত সচিব বিসিএস নবম ব্যাচের  কর্মকর্তা মোঃ আফজাল হোসেন আজ ঢাকায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এ সময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৭

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে তিন কোম্পানি লভ্যাংশের ৭ কোটি ৪০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ-কাফকো, নেসলে বাংলাদেশ এবং হাইডেলর্বাগ সিমেন্ট কোম্পানির লভ্যাংশের সাত কোটি ৪০ লাখ ৬৬ হাজার টাকা জমা দিয়েছে।

আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে কাফকো এর চেয়ারম্যান এবং শিল্প সচিব কে এম আলী আজম, নেসলে বাংলাদেশে লিঃ এর কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর নকিব উদ্দিন খান, এবং হাইডেলবার্গের এক্সিকিউটিভ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স মোস্তফা গালিব নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষ থেকে  সাত কোটি ৪০ লাখ ৬৬ হাজার ৫৮৯ টাকার চেক তুলে দেন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গত এক বছরের মোট লাভের পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ হিসেবে কর্ণফুলি সার কারখানার পক্ষ থেকে ৫ কোটি ৫৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা, নেসলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এক কোটি ৭৪ লাখ ০৯ হাজার ৬২০ টাকা এবং হাইডেলর্বাগ সিমেন্ট কোম্পানির পক্ষ থেকে ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৯৬৯ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, নেসলে বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক ফাতেমা রিজওয়ানা, কাফকোর চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার মোঃ হাবিবুল্লাহ মন্জু, কোম্পানি সচিব ও কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মোঃ রবিউল হক চৌধুরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের ব্যবস্থাপক মোঃ রাজিউর রহমান এবং সিবিএ’র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতার/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৬

ধর্ষণকারীর শাস্তি ফাঁসি হওয়া উচিত

-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, ‘আমি মনে করি ধর্ষণকারী যদি প্রমাণিত হয়, তবে অবশ্যই তার ফাঁসি হওয়া উচিত’। ধর্ষণের প্রতিবাদে যারা রাস্তায় নেমেছে আমি তাদের স্বাগত জানাই। ধর্ষণকারীর সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য তারা আন্দোলন করছে। কিন্তু এই আন্দোলনের পেছনে যাতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকে।’

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ইউনিসেফ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ‘এন্ডিং চাইল্ড ম্যারেজ: আ প্রোফাইল অভ্ প্রোগ্রেস ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এদেশের ৫০ শতাংশ নারী। আমি নারীদের উদ্দেশ্যে বলব ধর্ষক, ধর্ষকই। তার কোন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিচয় নেই। ধর্ষকের মা-বাবাকে আহ্বান জানাব, আপনি এই ধর্ষক পুত্রকে বর্জন করুন। আমি সমাজ-সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আহ্বান জানাব ধর্ষণকারীদের যাতে তারা বর্জন ও বহিস্কার করে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি অসুস্থ মানসিকতা কাজ করে। সেজন্য দরকার সচেতনতা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই নির্যাতন বন্ধ করতে পারব। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মা-বাবার। সন্তানেরা কোথায় যায়, কি করে, কার সাথে চলাফেরা করে সেটা তাদের জানতে হবে।’

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যখনই কোনো নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে আমরা সংশ্লিষ্ঠ জেলার ডিসি, এসপি এবং ওসিকে ফোন করে আসামীদের গ্রেপ্তার নিশ্চিত করছি। আমাদের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ভিকটিমের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আইনগত সহায়তা-সহ সকল ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তিনি বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ, নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

প্রাকাশনা অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন যুক্তরাস্ট্র থেকে ইউনিসেফের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ক্লডিয়া কাপ্পা (Claudia Cappa)। বাংলাদেশ থেকে যোগদান করেন ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টিটিভ মিজ ভেরা মেনডোস্কা ওআইসি (Veera Mendonca, OIC)।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান বেগম চেমন আরা তৈয়ব, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, যুগ্মসচিব মো মুহিবুজ্জামান ও প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন।

#

আলমগীর/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৫

ভূমিমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরীয় রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়োন (LEE Jang-keun) আজ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মন্ত্রী বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও এর ডিজিটালাইজেশনের বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যাপারে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

ভূমিমন্ত্রী গত বছরের দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লি নাক-ইয়োন এর সফল সফরের কথা স্মরণ করে দু’দেশের মধ্যে কৌশলগত, বাণিজ্যিক ও বিশ্ব অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ককে আরো নিবিড় করার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময় বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়ন ও উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়োন। রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম অগ্রাধিকার সহযোগী দেশ’।

রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকারের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম ও ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক নেসার আহমেদ।

#

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০’ এবং ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯’ প্রদান

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর কার্যালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০’ এবং ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯’ প্রদান করেন।

‘ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম’ ও ‘হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল অ্যাপ’-এর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: দৌলতুজ্জামান খাঁন 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০' এর প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। ‘অনলাইন ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে অবদান রাখার জন্য ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোঃ মোমিনুর রশীদ তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম এনডিসি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহিদুল ইসলাম নিজ নিজ ক্যাটেগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ অর্জন করেন।

#

নাহিন/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৪

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন লাখ ৭৩ হাজার ১৫১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৪৪০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ ৮৬ হাজার ৬৩১ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯৩

**এবছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির কারণে এবছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে না। জেএসসি, জেডিসি, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের গড়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করা হবে। মূল্যায়নের পর ডিসেম্বরে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আজ এক ভার্চ্যুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এসব কথা বলেন।

এ সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংযুক্ত ছিলেন।

দীপু মনি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি কখন স্বাভাবিক হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের কাছে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ২০২০ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা সরাসরি  গ্রহণ না করে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা না নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শিক্ষা  বোর্ডগুলোর জন্য একেবারেই নতুন। ফলে কীভাবে মূল্যায়ন করা হলে ফলাফল দেশে ও বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে এর বিরুপ প্রভাব পড়বে কি না সে বিষয়গুলোও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে দুটি পাবলিক পরীক্ষা অতিক্রম করে এসেছে। সেই দুটি পরীক্ষায় তাদের যে ফলাফল সেটাকে ভিত্তি ধরে এইচএসসি ও সমমানের ফলাফল নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মুল্যায়ন সঠিকভাবে যাচাইয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে এবং আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

এসময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মূল্যায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকমানের হবে বলে উল্লেখ করেন।

#

খায়ের/অনসূয়া/কামাল/জসীম/আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯২

**উন্নয়ন-অধিকারসহ মানবাধিকার সুরক্ষা ও অগ্রায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ**

**-রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ৭ অক্টোবর:

গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চলমান ৭৫ তম অধিবেশনের তৃতীয় কমিটির সাধারণ বিতর্কে অংশগ্রহণ করে মানবাধিকার সুরক্ষা ও অগ্রায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবিচল প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

তিনি বলেন, ‘জনকেন্দ্রিক’ ও ‘সমগ্র সমাজকেন্দ্রিক’ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জনগণের সকল মানবাধিকারের সুরক্ষা ও অগ্রায়নে কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক উন্নয়ন, নারী ও বালিকাসহ সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা, আইনের শাসন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা এবং সাইবার অপরাধ, মাদক ও অন্যান্য অপরাধ দমনে বাংলাদেশ যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে, তা তুলে ধরেন তিনি।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং চলমান আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে এর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় সরকার গৃহীত ত্বরিৎ ও কার্যকর পদক্ষেপসমূহের কথা উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক তৃতীয় কমিটিতে দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদনে মানবাধিকাররক্ষাসহ সামাজিকখাতে বাংলাদেশের অর্জনসমূহের যে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তা ও তুলে ধরেন তিনি। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্থায়ী প্রতিনিধি বৈশ্বিক এ মহামারির কারণে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তুলতে ‘প্রচলিত কার্যধারার’ বাইরে এসে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়টিও এই কমিটিতে তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা বিষয়ে তৃতীয় কমিটিতে গৃহীতব্য রেজুলেশনটিকে সমর্থন জানাতে সদস্যদেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

#

অনসূয়া/শাহআলম/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯১

**সংসদ সদস্য হিসেবে** **শপথ নিলেন মোঃ নুরুজ্জামান বিশ্বাস**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

            বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী পাবনা-৪ আসন থেকে উপনির্বাচনে বিজয়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্য  মোঃ নুরুজ্জামান বিশ্বাস’কে আজ জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে শপথ বাক্য পাঠ করান।

            জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

            শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহিম, হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এবং নাদিরা ইয়াসমিন জলি উপস্থিত ছিলেন।

            শপথ গ্রহণ শেষে মোঃ নুরুজ্জামান বিশ্বাস রীতি অনুযায়ী শপথ বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

#

তারিক/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯০

**কর্ণফুলী নদীর ওপর রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণ শুরু আগামী বছর**

**- রেলপথ মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

       রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, আগামী বছরের প্রথমদিকে কোরিয়ান সরকারের অর্থায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কর্ণফুলী নদীর ওপর সেতু নির্মিত হবে যেখানে রেলপথ এবং সড়ক একসাথে থাকবে।

মন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ স্থান পরিদর্শনকালে উপস্থিত সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

এ সময় তিনি বলেন, এই সেতুটি আগেই নির্মাণ করা যেত। এই স্থানে রেল ও সড়ক সেতু পৃথকভাবে নির্মিত হবে কিনা এ বিষয়ে একটি সংশয় ছিল। পরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রেল ও সড়ক সেতু একসাথে নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। এ অনুযায়ী বিদেশি ঋণদানকারী সংস্থা কোরিয়ান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ফান্ড (ইডিসিএফ) এর সাথে আলোচনা চলছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ এর মধ্যে এ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।

রেলমন্ত্রী বলেন, সেতু নির্মাণের ডিজাইন চূড়ান্ত ও স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামবাসীর জন্য যেমন এ সেতুটি খুবই দরকার তেমনি ভবিষ্যতে কক্সবাজার পর্যন্ত সরাসরি রেললাইন সংযোগ স্থাপনের জন্য সেতুটি নির্মাণ জরুরি। ২০২২ সালের মধ্যে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন চালু হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে যাতে সেতুটির নির্মাণ শেষ করা যায় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সেতুটি নির্মিত হলে নিরবচ্ছিন্ন রেল পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা যাবে এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডোরের অপারেশনাল বাধা দূর করা যাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নত করা এবং আঞ্চলিক বিনিময় সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য বৃহত্তর করিডর তৈরি হবে, বাণিজ্যিক রাজধানীর যানজট হ্রাস পাবে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশবিশেষ হিসেবে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরিদর্শনকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ মোসলেম উদ্দিন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রণব কুমার ঘোষ, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামসুজ্জামান সহ রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৮৯

**টিকেট নিয়ে প্রতারণা থেকে যাত্রীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৌদি আরবে গমনকারী পুরাতন টিকেটধারী যাত্রীদের ধারাবাহিকভাবে কোনরকম চার্জ ছাড়াই টিকেট রি-ইস্যু করে আসন বরাদ্দ করছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকেট তাদের নিজস্ব সেন্টার ছাড়া অন্য কোথাও রি-ইস্যু করার কোন সুযোগ নেই।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু এজেন্সি ও ব্যক্তি সৌদি আরবে যাওয়ার টিকেট অর্থের বিনিময়ে পুনরায় ইস্যু করিয়ে দিবে মর্মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্মে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রচারকার্য পরিচালনা করছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত না হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যারা এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সৌদি আরবগামী যাত্রীদের এ ধরনের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

তানভীর/অনসূয়া/মামুন/জসীম/আসমা/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : 37৮৮

**ওমরাহ পালনে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়**

XvKv, 22 Avwk¦b (7 A‡±vei) :

কোভিড-১৯ এর কারণে সৌদি সরকার থেকে পবিত্র ওমরাহ পালনের কোনো আনুষ্ঠানিক পত্র অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। তাসত্ত্বেও কতিপয় ব্যক্তি ও কিছু এজেন্সি Facebook বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে পবিত্র ওমরাহ পালনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এতে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলিম জনসাধারণের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতোমধ্যে এ ধরণের কর্মকান্ডের কারণে বিধিমতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সৌদি সরকার থেকে পবিত্র ওমরাহ পালনের অনুমতি পাওয়া সাপেক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে। তার পূর্বে কোনো এজেন্সি বা ব্যক্তিকে এ ধরনের প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ওমরাহ গমনেচ্ছু সকলকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার পূর্বে কারো সাথে লেনদেন না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

#

আনোয়ার/অনসূয়া/মামুন/জসীম/কুতুব/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা